খাদ্যের লড়াই ও *খানি*'র অগ্রযাত্রা শীর্ষক সমন্বয় সভা
Coordination Meeting on
Struggle for food and way forward to ***KHANI***
তারিখ: ০২-০৩ আগষ্ট, ২০১১ স্থান: সিএসএস আভা সেন্টার, খুলনা

প্রতিবেদন

ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ(আইআরভি)
২০/২ মিয়াপাড়া মেইন রোড, খুলনা
ফোন: ০৪১-২৮৩১৫৩২ মোবাইল: ০১৯১১১৩১৯৬১
joykhulna@gmail.com, www.irvbd.org

খাদ্যের লড়াই ও *খানি*'র অগ্রযাত্রা শীর্ষক সমন্বয় সভা

Coordination Meeting on

Struggle for food and way forward to *KHANI*

তারিখ: ০২-০৩ আগষ্ট, ২০১১ স্থান: সিএসএস আভা সেন্টার, খুলনা

প্রতিবেদন

জন্মের পর মানুষের প্রথম চাহিদা খাদ্য। তাই মানব সভ্যতার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কৃষি দিয়ে শুরু হয়েছে। কৃষির গুরুত্ব সর্বকালে ও সর্বযুগেই ছিল। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশে খাদ্য সংকট নতুন করে সকলকে জানান দিয়ে গেল যে, কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। সার্বিক কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য চাহিদা মেটানো, বাড়তি আয় ও প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচন করা যায়। এটি স্বীকৃত একটা উন্নয়ন কৌশল। কিন্তু কখনো কখোনও উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষিকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। তখনই ঘটে বিপত্তি। মনে করা হয় যে কোন দেশে খাদ্য ঘাটতি হলে আমদানির মাধ্যমে তা মেটানো সম্ভব। যদিও বেশি সংখ্যক দেশের নীতি তাই। যখন খাদ্যের প্রাপ্তি কমে যায়। আমদানি করতে হয় বেশী দামে। কিংবা আমদানির জন্য আর্ন্তজাতিক বাজারে খাদ্য পাওয়া যায় না। সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকট। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। অন্য দিকে কোন দেশের মানুষের আয় কম হলে অধিক মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য কিনতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আয় বর্ধনমূলক কর্ম-কান্ড পরিচালনা করতে হয়। ব্যর্থতায়, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, রোগ-শোক দারিদ্র বৃদ্ধি পায়।

আফ্রিকা বিশেষ করে সাব সাহারান আফ্রিকা অর্থাৎ ইথিউপিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া ইত্যাদি দেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে খাদ্য সমস্যা এখন গুরুতর। বর্তমানে বিশ্বে এক বিলিয়ন লোক একেবারেই দরিদ্র। যাদের আয় দৈনিক এক ডলারের কম। তাদের মধ্যে ১৬২ মিলিয়ন লোক দৈনিক অর্ধ ডলারের কম আয় করে। প্রায় ৮০ কোটি লোক দৈনিক গড়ে অভুক্ত থাকে। এর সাথে যুক্ত আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমূহ, অসমবন্টন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

এমনই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (***খানি***), বাংলাদেশের উদ্যোগে 'খাদ্যের লড়াই ও খানির অগ্রযাত্রা' শীর্ষক দুই দিন ব্যাপি সমন্বয় সভা গত ০২-০৩ আগস্ট, ২০১১ তারিখ সিএসএস কনফারেন্স রুম, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয় ।

সমন্বয় সভায় পাহাড়-সমতল-উপকূল-হাওড় অঞ্চলের ২০টি জেলা থেকে ৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ গ্রহণ করেন।। সমন্বয় সভার উদ্দেশ্য ছিল ***''খানি'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্যকরণ এবং সুধি সমাজের কার্যকরি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি''*** । সমন্বয় সভাটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সেশন এবং কার্যকরি সেশন। এছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে***খানি***'র শুভ যাত্রা উদযাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

০২.০৮.২০১১

উদ্বোধনী শেসন

নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা দেরিতে পরিচয় পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল কার্যক্রম। উদ্বোধনী পর্বে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মেরিনা পারভীন যুথী, ফোকাল, ***খানি***। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন বাংলাদেশের মতো একটি দেশে, যেখানে জনবসতি অত্যন্ত নিবিড়; মাথা পিছু কৃষি জমির মালিকানা অত্যন্ত কম, ৬১% জনগণ ভূমিহীন এবং দেশটি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও খাদ্য আমদানীকারী। এই প্রেক্ষিতে খাদ্য ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই খাদ্যের সাথে যুক্ত খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিষয়টি। আর এই প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে খানির এই সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা খানির যাত্রাকে করবে আরও বিস্তৃত। বিগত বছরগুলোতে এফএসএন-বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত নেটওয়ার্কটি সকলের সম্মতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (***খানি***) নামে তার অভিযাত্রা শুরু করছে। আজকের এই সভায় ২০টি জেলার প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন। যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মাধ্যমে ***খানি***'র এই খাদ্যের লড়াই সফল হবে।

এরপর স্বাগত বক্তব্যে ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি), সমন্বয়কারী, কাজী জাভেদ খালিদ জয় বলেন, নেটওয়ার্কের কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে, জাতীয় এবং জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করে খুলনায় এই সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আইআরভি'র পক্ষ থেকে ***খানি***'র সকল যোদ্ধাকে জানাই সংগ্রামী শুভেচ্ছা। এই সভায় বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসকল অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন, আমরা সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি একশনএইড থেকে আসগর আলী সাবরী এবং ইনসিডিন বাংলাদেশ থেকে রতন সরকারও অনেক ব্যস্ততার মধ্য থেকে এই কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকবেন। আমরা তাদেরকেও শুভেচ্ছাও ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কর্পোরেট পুঁজি, অর্থলগ্নিকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা, বিশেষ করে কৃষি, বাণিজ্য, ভূমি ও পানি নীতিমালাসমূহ কৃষি ও খাদ্যের উপর কি প্রভাব ফেলছে তা ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমি আশা করছি দুই দিনব্যাপি সমন্বয় সভায় মতবিনিময়ের মাধ্যমে সকল বিষয় আমাদের কাছে আরও সুস্পষ্ট হবে। সেই সাথে আশা করছি সকলের সার্বিক সহযোগিতার ফলে এই কর্মসূচির যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করেন।

এরপর ***খানি***'র ***লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এফএসএন-বাংলাদেশ থেকে খানি*** বিষয়ে আলোচনা করেন, ফারহাত জাহান, কান্ট্রি ফোকাল, ***খানি***। তিনি বলেন ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এফএসএন ১ম পর্যায়ের কাজ করেছে। ২০০৯-২০১২ পর্যন্ত ২য় পর্যায়ের কাজ চলবে। বর্তমানে এফএসএন নতুন করে ***খানি*** নামে অভিযাত্রা শুরু করেছে। এ পর্যায়ে খাদ্যের এই লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক সহযোদ্ধা ও সংগঠন।

অনেকে নেটওয়ার্ক সদস্য হিসেবে আছেন আবার অনেকে নিষ্ক্রিয় সদস্য হিসেবে আছেন। ৩০টি দেশ ১৪০০ এর বেশি সংগঠন এই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। সকলেই স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী মহলে গরীব ও অসহায়ের পক্ষে কথা বলছে।

তিনি বলেন, সংবিধানে খাদ্য অধিকার নীতি হিসেবে এসেছে কিন্তু মৌলিক অধিকার আকারে আসেনি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়বার লক্ষ্য নিয়েই ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক এর বাংলাদেশে যাত্রা শুরু হয়। উদ্দেশ্য বিষয়ে তিনি বলেন, জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথম উদ্দেশ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা, পাবলিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন, দেশে আসা বিভিন্ন ফান্ডের কার্যকরী ব্যবহারের কথা বলেন। লোকাল সিভিল সোসাইটি, জনসংগঠন, প্রান্তিক নারী-পুরুষ কৃষক, জনপ্রতিনিধি, স্যোশাল এ্যাকটিভিস্ট আর মিডিয়াকে সাথে নিয়ে সরকারের কাছে দাবি দাওয়া জানান দেয়া এই নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য। বিগত ২/৩ বছরের সম্পাদিত কাজের কথা বলতে গিয়ে তিনি খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস, জনগণের ভাবনা সিভিল সোসাইটি-জনপ্রতিনিধির কাছে ছড়িয়ে দেয়া, বাজেট মনিটরিং, এ্যান্টি কর্পোরেট এ্যাকটিভিটি, জনউদ্যোগের মডেল জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা, জল-জমির উপর মানুষের অধিকার, কৃষকের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা, টোবাকো বিরোধী ক্যাম্পেইন, অভিনব পদ্ধতি হিসেব ঝুলন্ত সবজী বাগান, সিড ব্যাংক নেটওয়ার্কিং-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এছাড়া দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করার চেষ্টার কথা উল্লেখ করেন ফারহাত জাহান। তিনি জানান ভারত-নেপালের এমন কিছু সংগঠনের সাথে তাদের ঐক্যমত হয়েছে বেশ কিছু বিষয়ে। তিনি বলেন সুনামগঞ্জ-সিলেটসহ দেশের হাওড়াঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে ***খানি*** বলতে সাধারণত খাবারকে বোঝায়। তিনি আরও বলেন দুই দিনব্যাপি এই সমন্বয় সভায় খসড়া গঠণতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যত রূপ রেখা নির্ধারণ করা হবে সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। সবশেষে তিনি পানি বণ্টনের মতো আঞ্চলিক ইস্যু সমাধানে বহুপাক্ষিক চুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বন্ধু সংগঠনগুলোর সাথে মিলেমিশে কাজ করবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর মেরিনা পারভীন যুথী বলেন আমরা এতক্ষণ নেটওয়ার্কে পরিব্যাপ্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কান্ট্রি ফোকাল হিসেবে তার দীর্ঘ কর্মের অভিজ্ঞতা শুনলাম যা পরবর্তীতে খানির কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে সহায়তা করবে। এরপর তিনি ***নেটওয়ার্ক এর পথ চলার প্রতিবন্ধকতা ও গতিশীলতা*** বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আহবান জানান এফএসএন-বাংলাদেশ এর জাতীয় সমন্বয়কারী পাভেল পার্থ-কে। এ বিষয়ে আলোচনা

করতে যেয়ে পাভেল পার্থ বলেন, আমরা যখন খানির অভিযাত্রা শুরু করেছি তখন দেশে খাদ্যকে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি বলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতেও খাদ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। গোদাগাড়িতে সিনজেনটার বিরুদ্ধে কৃষকরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাদের এই আন্দোলন এই কোম্পানিকে বর্জন করেছে। এছাড়া মধুপুরে বন বিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে বিজাতয়ি আগ্রাসী গাছের চারা বিতরণ করছে। যার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আদিবাসী নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক সারা বিশ্বে চলছে। পাশাপাশি দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু জায়গায় লবন পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নতুন রূপ দেখা দিয়েছে। সেই সাথে রয়েছে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি ও জলবায়ু পরিবর্তন। খাদ্য সম্পর্কিত অনেক ঘটনাই এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এখানে সকলেরই জনআন্দোলনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নেটওয়ার্কে অনেক সমস্যা থাকে। সেগুলো সবাই মিলে মোকাবেলা করতে হবে। খানি নতুন করে বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্লাটফর্ম হিসেবে খানি কাজ করতে চায়। আশা করি খানি বিগত দিনের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সকলের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে।

এরপর অশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে আলোচনা করতে যেয়ে বেলা'র বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান মুকুল বলেন, কৃষি জমিতে লবণ পানি উঠানো, আবাসন প্রকল্প প্রভৃতি আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত কি না।

পরিবর্তন-খুলনা'র নির্বাহী পরিচালক নাজমূলন আজম ডেভিড বলেন, উপকূলীয় অঞ্চল ভৌগলিক কারণে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে হবে।

সিএসডি'র নির্বাহী পরিচালক শ্যামল কান্তি বোস বলেন, সমন্বয় সভা সমমনা ও সমদর্শনের বিষয়টি চিত্রায়িত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাবারের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবেশিক বৈচিত্র্যতা নিয়েও ভাবতে হবে।

এরপর প্রগতির নির্বাহী পরিচালক, অধ্যক্ষ আশেক এলাহী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায়। আমাদের কৃষকরা যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে সেখানে কৃষক শুধু খাদ্যের যোগান দিচ্ছেন। তার অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে রাষ্ট্রিয় নীতিসমূহ। কৃষি জমিতে লবণ পানির চিংড়ি চাষ হচ্ছে। নদী, খাল, বিল সরকারি ব্যবস্থাপনায় বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তি মালিকের অধীনে। সেইসাথে সমাজ কাঠামো সাবলীল নয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট সহজ নয়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ধনী ও গরীবের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান গড়ে তুলেছে। আমি আশা করি খানি খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক স্থানীয় সকল আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপ দেবে। তিনি নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র বিভাগীয় সমন্বয়কারী এড. ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমাদের প্রথম সমস্যা খাদ্য সংকট। খাদ্য না হলে কতক্ষণ বেঁচে থাকা যায় বলা কঠিন। যে কৃষক কষ্ট করে ফসল ফলান তারা খাবার পায় না। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে এক দল মানুষের কাছে সব সম্পদ সঞ্চিত। আর এদের অধীনে যারা কাজ করে তারা খাদ্য পায় না। আর যারা এ সুবিধা ভোগ করেন তারা জানেন না ফসল কিভাবে উৎপাদিত হয়। খোজ-খবর রাখছেন না সেই কৃষকের। এই নেটওয়ার্ক/মোর্চ্চার মাধ্যমে কাজ করছে। বাল্যকালে গরীব-দু:খিদের কান্না বুকে ধারন করেছিলাম, আজকের এই নেটওয়ার্কও সেই কান্না ধারণ করুক। সামাজিক আন্দোলন সঠিক পথে চললেও অনেক সময় ভূমি দস্যু, কালো টাকার

মালিক ও মিডিয়ার কারণে তা থেমে যেতে বাধ্য হয়। নিচু মানসিকতার সবকিছুরই প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে। কর্পোরেট বাণিজ্য, বীজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খানির কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। খানির আন্দোলনের সাথে সবসময় যুক্ত থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করেন।

০৩.০৮.২০১১

কার্যকরি সেশন

সমন্বয় সভার দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে মেরিনা পারভীন যুথী বলেন, আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন জাতীয় নীতিমালার সংশোধন ও আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো। আর এর জন্য প্রয়োজন জাতীয়ভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ব্যাপক দরিদ্র জনগণের খাদ্য ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার। এরপর তিনি **খসড়া গঠনতন্ত্র উপস্থাপন, মতামত, সুপারিস গ্রহণ ও চুড়ান্তকরণ** শীর্ষক সেশন সঞ্চালনার জন্য আহবান জানান প্রাণ'র নির্বাহী পরিচালক নুরুল আলম মাসুদ-কে। তিনি বলেন আজকে সারা দিনে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করব। যা পরবর্তীতে খানির পথ চলাকে সুগম করবে। তিনি খসড়া গঠনতন্ত্রটি পাঠ করেন এবং সেখানে সকলের মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান। এ বিষয়ে প্রথমে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বলেন গঠনতন্ত্রে ভূমিহীন ইস্যু সংযুক্ত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। খানির গঠনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে প্রথমেই আলোচনার সূত্রপাত করে ইনসিডিন বাংলাদেশ এর আহমেদ বোরহান বলেন ***খানি***র নিজস্ব লোগো থাকা দরকার। ***খানি***র নিজস্ব লোগো থাকবে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে ***খানি***র লোগো চুড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সদস্যদের অংশগ্রহণ জরুরি। এসময় বেশ কয়েকটি জরুরি বিষয় যেমন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুধী সমাজের সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীবৃন্দ খসড়া গঠনতন্ত্র বিষয়ে নিম্নোল্লিখিত প্রস্তাবনাসমূহ পেশ করেন।

খানির লক্ষ্য:

.....

বাংলাদেশের প্রান্তিক[১] জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

খানির উদ্দেশ্য:

.....

- প্রান্তিক জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার মূখপাত্র হিসেবে কাজ করা।
- খাদ্য ও খাদ্য উৎসে প্রান্তিক জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত।
- ভূমিহীন, খাদ্য উৎপাদন-আহরণ-সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাথমিক ব্যবহারকারী, আদিবাসী ও পেশাগত জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও পেশাগত অধিকার।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপযোগী ও বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে অধিপরামর্শ ও সমন্বয়।
- স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তজার্তিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক জনআন্দোলন, নেটওয়ার্ক ও মঞ্চের সাথে সমন্বয় ও সংহতি।
- স্থায়িত্বশীল কৃষি অগ্রাধিকার।
- নিরাপদ খাদ্যে নিশ্চিতকরণে ভুমিকা রাখা।

কমিটির রূপরেখা

.....

- সাধারণ কমিটি
- কার্যনির্বাহী কমিটি
- সাধারণ কমিটির সবাই সদস্য
- কার্যনির্বাহী কমিটির ১১ জন সদস্য থাকবেন। জাতীয় সমন্বয়কারী, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। ১১ জন এর মধ্যে ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সদস্য সচিব ও ১ জন কোষাধ্যক্ষ। বাকি ৭ জন সদস্য থাকবেন।

কমিটির সভা

.....

- সাধারণ কমিটির বার্ষিক একটি সভা হবে।
- কার্যনির্বাহী কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- জরুরী ভিত্তিতে ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কোরাম পূর্ণ করে কার্যকরী কমিটি সভা আহবান করতে পারেন।

গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন

.....

গঠনতন্ত্রের যেকোনো পরিবর্তন, বিয়োজন, সংযোজন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে চূড়ান্ত হবে।

সাধারণ কমিটির কার্যাবলী

---

[১] মৌলিক অধিকার বঞ্চিত, জাতি-ধর্ম-ভাষা-পেশা-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উৎপাদনের সাথে জড়িত অথচ সম্পদ বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় আইন-নীতি ও সেবা কার্যক্রমে বঞ্চিত, প্রাকৃতিক সম্পদ ও নাগরিক সেবা ও অধিকারে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত, জাতীয় খাদ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে অনুপস্থিত জনগোষ্ঠীকে 'প্রান্তিক জনগণ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

.....

- বাৎসরিক বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।
- আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন।
- সদস্যপদ অনুমোদন।

কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী

.....

- বাৎসরিক বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা তৈরী ও সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন এবং যাবতীয় কার্যাবলীর অনুমোদন গ্রহণ।
- ইস্যুভিত্তিক সাব-কমিটি তৈরী।
- ইস্যু ও সদস্য আহবান ও অনুমোদন।
- সদস্য পদের জন্য আবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন ও যাচাই বাছাই।

কোরাম বিষয়ক

.....

কার্যকরী কমিটির ন্যূনতম ৬ জনের উপস্থিতি ও ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। জরুরী ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সভা ছাড়াও, মোবাইল, টেলিসভা, ই-মেইল এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদন গৃহীত হবে।

তহবিল গঠন ও হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি

.....

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিপত্তা পরিস্থিতি ও *খানি'র* ভূমিকা, তহবিল গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন ইনসিডিন বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক রতন সরকার। তিনি বলেন, ১৩০টি দেশে আইএফএসএন কার্যক্রম অব্যহত করার চেষ্টা করছে। ৭৫টি দেশে এটি চালু হয়ে গেছে। ইসি বা একশনএইড এর এই তহবিল ২০১২ সালে শেষ হবে। এরপর থেকে এ নেটওয়ার্ক স্বাধীন নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবে। সে ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আন্দোলনের ক্ষেত্রে তহবিল গঠিত হবে কি না? স্থায়ী তহবিল হবে কি না? তহবিল আমরা রাখবো কিনা? একটা সচিবালয় থাকবে কিনা? তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কেমন হবে? প্রভৃতি বিষয়গুলোকে আমাদের আন্দোলনের কাঠামোতে ভাবতে হবে। আন্দোলন হলে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা আসতে পারে। সোস্যাল ফোরাম এর উদাহরণ আমরা অনুসরন করতে পারি।

এরপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ তুলে ধরেন।

- ইস্যু ভিত্তিক অর্থ থেকে কিছুটা *খানি*র জন্য জমা করা।
- জাতীয় কমিটি তহবিল ব্যবস্থাপনা করবে।
- ইসি সদস্যদের জন্য চাঁদা নির্ধারণ করা।
- বড় কার্যক্রম সম্পাদন করে অতিরিক্ত কিছু অর্থ জমা রাখা।
- সদস্য চাঁদা বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ।
- যারা তহবিল সংগ্রহে অভিজ্ঞ তাদের নিয়ে সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন।
- ইসি ফান্ড শেষ হলে নিজস্ব সংস্থার কার্যক্রম ও ফান্ড যুক্ত রাখতে হবে।
- কোন ব্যক্তি বা সংস্থা আর্থিক সহযোগিতা না করলেও অন্য সহযোগিতা ও মতাদর্শিক বিষয়টা বিবেচনা করা।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংগ্রহ।
- সদস্য চাঁদা মুখ্য না হয়ে গৌন হওয়া দরকার।

রিসোর্স মবিলাইজেশন ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা পদ্ধতি

.....

- কার্যকরি কমিটির ৩ সদস্যকে (কার্যকরি কমিটির আহবায়ক, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়ক, জাতীয় সমন্বয়কারী) সিগনেটরি করে ব্যাংক একাউন্ট করতে হবে। ২ বছরের জন্য এটা কার্যকর থাকবে
- যিনি দায়িত্বে থাকবেন তাকে অন্যদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে পরিবেশ আন্দোলন বাপা'র মিহির বিশ্বাস বলেন, আমরা স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করব কিনা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিলে ব্যবস্থাপনা কেমন হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে শর্ত ও গাইডলাইন থাকে। আর সেই অনুযায়ী চলতে হয়। অনেক ফোরাম আছে যারা বৈশ্বিক সাহায্য ছাড়াই চলছে। আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আন্দোলন করতে হবে।

নেটওয়ার্কের কর্মপরিসর

নেটওয়ার্ক এর কর্মপরিসর ও *খানি'*র ভবিষ্যত রূপ রেখা বিষয়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন একশনএইড এর সেক্টর হেড আসগর আলী সাবরী। তিনি বলেন, যে কোন নেটওয়ার্কের স্প্রিট ও বিশ্বাসই গুরুত্বপূর্ণ। এফএসএন এর বিগত কার্যক্রমের সাথে আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। নেটওযার্কের কাজের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রয়োজন আছে। আমরা যারা এখানে এসেছি একটা আদর্শিক জায়গা থেকে। আমরা

যারা এখানে এসেছি তারা সকলে কমন ইস্যু অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কাজ করছি। আমরা খাদ্য আইন তৈরি করার জন্য কাজ করলে সুনির্দিষ্ট জায়গায় পৌছতে পারব। আমাদের সাথে আর্থিক বিষয় থেকে আদর্শিক, মতাদর্শ ও বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বিষয়েই আমাদের সংহতির জায়গা। নেটওয়ার্কের স্প্রিট, নেটওয়ার্ক গভারন্সে প্রভৃতি বিষয় ধরে রাখতে হবে। ফোরামটাকে মুক্ত রাখা। আমাদের অবস্থান ঠিক রাখা। অধিকার, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব কোনটিকে বাদ দিয়ে বলব না। আমরা খাদ্য সার্বভৌমত্ব বলতে খাদ্য গণতন্ত্র বুঝি। এসব বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিস্কার করা।

এরপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নেটওয়ার্কের কর্মপরিসর বিষয়ে বলেন,
রানার এর নির্বাহী পরিচালক এড. হাবিবুর রহমান বলেন

- লবণাক্ত এলাকায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা।
- জলাশয় সুরক্ষা, পানি বাণিজ্যিকীকরণে বাধা, নিরাপদ পানির অধিকার রক্ষা।
- স্থানীয় সম্পদ ও জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার ও সুরক্ষা।
- স্থানীয় সংস্থার ম্যধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি বিশুদ্ধ করে কমিউনিটিতে সরবরাহ।

লিডার্স এর নির্বাহী পরিচালক মোহন কুমার মন্ডল বলেন

- কৃষি জমিতে লবণ পানি ঢোকানো বন্ধ
- প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও লবণ পানি মুক্ত মডেল গ্রাম তৈরি
- পানি অধিকার বিষয়ে প্রচারণা
- স্বাভাবিক জোয়ার ভাটা প্রবাহ তৈরি, লিজ বন্ধ ও দখল মুক্ত করণ

দর্পন এর প্রকল্প পরিচালক ফারহানা মরিয়ম বালেন

- কৃষিজাত পন্য গুদমজাতকরণ
- কৃষি ভর্তুকি
- কৃষি শ্রদিকদের ন্যায্য মজুরি
- পাহাড় নিধন বন্ধ
- কৃষি জমিকে অন্যন্য বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার বন্ধ(এফএও এর ভূমি ব্যবহার গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে)

সাস এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সাইদুল ইসলাম খান বলেন

- হাওর এলাকায় ঢেউ এর জন্য সমস্যা তৈরি হয়। হাওরের আফাল (ঢেউ) রক্ষা বাঁধ নির্মাণ।
- সুচিকিৎসার ব্যবস্থা

সুজন এর নির্বাহী পরিচালক নির্মল ভট্টাচার্জ বলেন

- জলাবদ্ধ এলাকায় বা প্রাকৃতিক সম্পদে (বিল, খাল, নদী) মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার বিষয়ে প্রচারাভিযান
- মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত
- মৎস্য নীতিমালা যুগোপযোগী করতে হবে।
- বন্যার সময়ে যাতায়াত ও ফসল সুরক্ষার জন্য বাধ নির্মাণ
- প্রকৃতির সাথে অভ্যাসগত যে চর্চা বা জ্ঞানকে কাজে লাগানো
- হাওর এলাকাকে 'বিশেষ উন্নয়ন এলাকা' হিসেবে ঘোষণা কারার জন্য দাবী
- স্বল্পমেয়াদী উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে বাধ নির্মাণ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ।
- হাওর অঞ্চরের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য আন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আলোচনা জরুরি।

আদিবাসী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ এর গোবিন্দ বর্মন বলেন

- সাফারি পার্ক হলে বাস্তুহারা হয়ে যাবেন অনেকে। আদিবাসীরা ভূমিহীন হয়ে পড়বেন। সাফারি পার্ক বিরোধী প্রচারাভিযান
- ইটভাটা ও শিল্প কলকারখানা দুষিত বর্জ্য ও শব্দ দূষণ

খাসী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এর প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু সলেমার বলেন

- ছড়া দিয়ে বর্জ্য দ্রব্য (ইউরিয়াম, সালফার) ও বালু আসে যার জন্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বালু বন্যা হয়। ফসলী জমি রক্ষা করতে হবে।
- ভারতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের নেতিবাচক প্রভাব ও ভূমিধসের প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীনালায় পড়ে। ভারতের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

এসিডিএফ এর চেয়ারম্যান অজয়-এ মৃ বলেন

- পান চাষ করার জন্য গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে।
- আদিবাসীদের ভুমি দখল করে সামাজিক বনায়ন করছে, এটা বন্ধ করতে হবে এবং প্রাকৃতিক বন রক্ষা করে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কলা ও আনারস চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ও ক্ষতিকর পদ্ধতি অনুসরণ বন্ধ।

- প্রাকৃতিকভাবে ওষধী গাচ ও খাদ্য সংগ্রহ
- বন আইন সংশোধনীতে আদিবাসীদের মতামত সংযুক্তকরণ
- বনে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার বন্ধ এবং আদিবাসীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত
- জল, জমি, পানি অধিকার (এফএও এর ভূমি ব্যবহার গাইডলাইন অনুযায়ী আদিবাসীদের জমি নতুন করে অন্য কোন কাজে লাগানো যাবে না)

হিম্যানেটারিয়ান ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প সমন্বয়কারী হলাগ্যচিং বলেন

- সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকায় ফসলের পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক তামাক চাষ হচ্ছে।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এর জেনারেল সেক্রেটারি সুশেন কুমার শ্যামদুয়ার বলেন

- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই।

বেলা খুলনা'র বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান মুকুল বলেন

- আইএফআইস এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প এর নেতিবাচক প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তনের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এটা প্রতিহত করতে হবে। যথাযথ পলি ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

পাজিঁয়া, কেশবপুর,যশোর এর ঝুলন্ত সব্জী চাষী শোভা সরকার বলেন

- ৫/৬ বছর এখানে উৎপাদিত ফসল আশানুরূপ নয়। কেশবপুরে বিলখুকশিয়ায় টিআরএম চালু ও নদী খনন করতে হবে।
- পলি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চর্চাগত জ্ঞানকে কাজে লাগানো

কালের কণ্ঠে'র সিনিয়র রিপোর্টার গৌরাঙ্গ নন্দী বলেন

ওয়ার্ডস এর নির্বাহী পরিচালক রেজাউল হক খোকন বলেন
টিআরএম এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে নদীর নাব্যতা রক্ষা। আগের থেকে নদী এখন অনেক ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে ৩০% নদী বেচে আছে। পূর্বে ১২-১৩ কোটি টন পলি আসত পূর্বে। নদী ভরাটের কারণে দুর্যোগ হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নদীর পানির স্ফীতির পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। জলবায়ু পরিবর্তন সবসময় হতো এখনও হচ্ছে। উন্নয়ন দুর্যোগকে জলবায়ু পরিবর্তনের নামে জাস্টিফাই করতে দেয়া যাবে না। টিআরএম করতে হবে নিচু থেকে উপর পর্যন্ত।

সয়বুর রহমান, চাপাইনবাবগঞ্জ, বলেন

- খাদ্য নিরাপত্তা গ্রাম (এফএও)
- কৃষিজ এলাকা। ভূগর্ভস্থ পানি তুলে কৃষি কাজ করতে হয়।

মোসলেমউদ্দীন স্বপন, রূটস, কুষ্টিয়া, বলেন
কুষ্টিয়া সুপার মিল আখের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকরা আখ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

- ন্যায্য বাণিজ্য (চিনি, আখ, গুড়)
- গুদমজাতকরণ ব্যবস্থা
- মধ্যস্বত্বভোগী দৌরাত্ব প্রতিহত করতে হবে।
- অংশগ্রহণমূলক খাদ্য সংরক্ষণ নীতিমালা

খালিদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, রূপায়ন, খুলনা, বলেন
কৃষি শ্রমিকের স্বীকৃতি নেই। জাতীয় শ্রম আইনে কৃষি শ্রমিকের স্বীকৃতি দান করতে হবে।

শ্যামল বোস বলেন, সমমনা সমদর্শনের মানুষদের উপস্থিতিতে আজকের এই আয়োজন। লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা আন্দোলনের জন্যই এই নেটওয়ার্কের যাত্রা। আমাদের দরকার দূষণ মুক্ত খাবার। প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের ক্ষেত্রে শুধু সব্জি, ফল-মূল, মৎস্য পল্ট্রি নিয়ে ভাবলে চলবে না। আমাদের অন্যান্য বিষয়াদি নিয়েও ভাবতে হবে।

আসগর আলী সাবরী, একশনএইড বাংলাদেশ বলেন
সমন্বিতভাবে ভাবতে হবে অধিকারের বিষয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে বাদ দিব না তবে খাদ্য আইন তৈরি করতে হবে। নাগরিক সমাজ 'খাদ্য আইন' প্রণয়নের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছেন। খাদ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হবে। আমাদের ফুড গভার্নেন্স নিয়েও ভাবতে হবে। আমরা কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করবো এবং কিভাবে এর বিপনন, বিতরণ করবো তার সিদ্ধান্ত নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের আছে, তাই খাদ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের নিজেদের।

এড. ফিরোজ আহমেদ, বিভাগীয় সমন্বয়কারী, বাপা, বলেন
বিজ্ঞানের যুগে দেশ, মাটি, দেশীয় খাদ্য শস্য, বীজ, মৎস্য সংরক্ষণ করার কথা ভাবতে হবে। ভেজাল বিরোধী প্রচারণা প্রয়োজন। আবাসন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে কৃষি জমি দখল হচ্ছে। কৃষি জমি সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা সকলে একই ইস্যুতে একমত হয়েছি। এভাবে আমরা সম্বিলিতভাবে লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো।

রতন সরকার, নির্বাহী পরিচারক, ইনসিডিন বাংলাদেশ, বলেন
আন্তর্জাতিক পর্যায় আলোচনা করতে যেয়ে রতন সরকার বলেন আমাদের সংহতি হচ্ছে মানুষের দু:খ দুর্দশা অতিক্রম করা। আমরা *খানি*কে যে সার্বভৌমত্বের জায়গায় নিয়ে গেলাম সেটাই অগ্রগতি। চীন ম্যাকন নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করছে কম্বোডিয়া পাচ্ছে না। এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার কথা বললে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু করা সম্ভব না। আন্দোলনে সকলকে শক্ত অবস্থান নিতে হয়। আমরা যেমন খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভাবছি তেমনিভাবে, পাকিস্তান, নেপাল বা আফ্রিকার মানুষও খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভাবছে। আমরা যেহেতু আমাদের দাবি, ইস্যু এক করতে পেরেছি আমরা এটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব।

সিদ্ধান্ত:
এরপর গঠনতন্ত্রের জন্য এইসব প্রস্ড়াবনা নিয়ে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি করা হয়।

কমিটিটি নিম্নরূপ:
১. রতন সরকার/ইনসিডিন,ঢাকা
২. পাভেল পার্থ/বারসিক, ঢাকা
৩. অজয় এ ম্/টাঙ্গাইল
৪. তালিব বাশার নয়ন/উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ
৫. রাকিবুল
৬. মেরিনা পারভীন যুথী

- সমন্বয় সভার প্রস্তাবনা সংযুক্ত করে সকল অংশগ্রহণকারীকে প্রদান ১৬ আগস্ট, ২০১১
- মতামত গ্রহণ ২০ আগস্ট, ২০১১
- চূড়ান্তকরণ ৩০ আগস্ট, ২০১১
- *খানি*র লোগো হবে এবং সকলের কাছে লোগো আহবান করা হবে

_খানি_র শুভ যাত্রা উদযাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
দ্বিতীয় দিনের কার্যকরী সেসনের পর মোমবাতি প্রজ্জলন, কেক কাটার মাধ্যমে ***খানি***র শুভযাত্রা উদযাপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফারহাত জাহান, কান্ট্রি ফোকাল, খানি, পাভেল পার্থ, জাতীয় সমন্বয়কারী, এফএসএন, আসগর আলী সাবরী, প্রধান, জাস্ট এন্ড ডেমক্রেটিক গভানেন্স, রতন সরকার, নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশসহ সকল অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা :
১. এ্যাড. ফিরোজ আহমেদ, বিভাগীয় সমন্বয়কারী, বাপা, খুলনা, ০১৯৩০-৮১৫৯১৫
২. ফারহাত জাহান, কান্ট্রি ফোকাল, ***খানি***,
৩. পাভেল পার্থ, জাতীয় সমন্বয়কারী, **এফএসএন**
৪. শ্যামলী সরকার, ঝুলন্ত সব্জী চাষী, পাঁজিয়া, কেশবপুর, যশোর, ০১৭১৬৫৭১১৪৭
৫. শোভা সরকার, ঝুলন্ত সব্জী চাষী, পাঁজিয়া, কেশবপুর, যশোর, ০১৭২২৯৮৫০৩৪
৬. মাহফুজুর রহমান মানিক,্অনলাইন সম্পাদক, রিভারাইন পিপল, ০১৯১২০৩১৯৬৮
৭. রাকিবুর হাসান, ইনটারন, একশনএইড বাংলাদেশ, ০১৭১২৯৪১৬১৫
৮. এড. হাবিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, রানার দারিদ্র বিমোচন কেন্দ্র, ০১৭১২২৪৯৯৫৩
৯. খালিদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, রূপায়ণ, ০১৭১১৭৮৮৬৭
১০. নাজমুল আজম ডেভিড, নির্বাহী পরিচালক, পরিবর্তন-খুলনা, ০১৭১১৮২৯৪১৪
১১. আহমেদ বোরহান, ইনসিডিন, বাংলাদেশ, ০১৭২৭৭৭২৪৪
১২. আজনবী নাহিদ, স্বেচ্ছাসেবক, সংশপ্তক, চট্টগ্রাম, ০১৯১২-৯৩০১৫১
১৩. মো. হিলালউদ্দীন, কষক, মহেশ্বরচান্দা, ঝিনাইদহ, ০১৭১৩৯২৪৭০২
১৪. এন্ড্র সলোমার, খাসি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মৌলভীবাজার , ০১৭১৫৮০১৪৫৪
১৫. মোহন কমার মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, লিডার্স, সাতক্ষীরা, ০১৭১৩৪৬২৮২১
১৬. নবূল আলম মাসদ, প্রধান নির্বাহী, প্রাণ, নোয়াখালী, ০১৯১৯২৩১৭২২
১৭. গেন্দ্রাঙ্গ নন্দী, সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, ০১৭১৬৬৩৯৪১৬
১৮. দেবপ্রসাদ সরকার, নির্বাহী পরিচালক, লোকজ, খলনা, ০১৭১৬৭০৪১১০
১৯. ফারহানা মরিয়ম, দর্পণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, কমিল-া, ০১৭১৯২২৬২৮৩
২০. নির্মল ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক, সুজন, সনামগঞ্জ , ০১৫৫২৪১৮৮৭১
২১. নাজমুল হুদা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, জেজেএস, ০১৫৫২৪১৮৮৭১
২২. শ্যামল কান্তি বোস, প্রেসিডেন্ট, সিএসডি, গোপালগঞ্জ, ০১৭১১২৩৪৩৮৯
২৩. মো. খন্দকার, প্রেসিডেন্ট, এনসিটিএফ, ০১৯১৯৮৫০১২৮

২৪. সুশেন কুমার শ্যামদুয়ার, জেনারেল সেক্রেটারি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, ০১৭৪৯১৪৯২৪০
২৫. মনির আহমেদ, কৃষক মৈত্রী, ০১৭১৩৬২৮৪৩৫
২৬. মো. সইবুর রহমান, আলিশাপুর খাদ্য া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন, চাপাইনবাবগঞ্জ, ০১৭২৪১৬১২৯৮
২৭. মখলেছুর রহমান, কৃষক উন্নয়ন ঐক্য পরিষদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ০১৭১৬৪১৬৬২৫
২৮. রবিউল ইসলাম, কৃষক উন্নয়ন ঐক্য পরিষদ, গোদাগাড়ী , রাজশাহী, ০১৭৫১৪১১৩৮০
২৯. সায়দুর রহমান খান, প্রজেক্ট ম্যানেজার, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, নেত্রকোণা, ০১৭১৮-৩০৪৯৩৫
৩০. অজয় এ মৃ, চেয়ারম্যান, এসিডিআই, মধুপুর, টাঙ্গাইল, ০১৭১৫৪০৪২৯২
৩১. গোবিন্দ বর্মণ, আদিবাসী সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, গাজীপর , ০১৭১৮৬৯৪৭৬৬
৩২. মাহফুজুর রহমান মুকুল, বিভাগীয় সমন্বয়কারী, বেলা, ০১৭১৬৯৭২৫১৭
৩৩. অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী, নির্বাহী পরিচালক, প্রগতি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, ০১৭১৮৪০৫০৬৬
৩৪. হলাগ্যচিং, প্রকল্প সমন্বয়কারী, হিম্যানেটারিয়ান ফাউন্ডেশন, ০১৫৫৬৭৪২৮২৭
৩৫. মোসলেমউদ্দীন স্বপন, রূটস, কষ্টিয়া, ০১৭১১১৪০০৮৫
৩৬. মো. নাসীরউদ্দীন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, জেজেএস
৩৭. রেজাউল হক, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ডস
৩৮. মিহির বিশ্বাস, বাপা
৩৯. মো: হিরক সরদার, গ্রীন ভয়েস, ০১৬৭০৮৮০৭৯৭
৪০. তালিব বাশার নয়ন, পরিচালক, উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ, ০১৭১৫২৫১৭১৯
৪১. আসগর আলী সাবরী, প্রধান, জাস্ট এন্ড ডেমক্রেটিক গভানেন্স
৪২. রতন সরকার, নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ
৪৩. কাজী জাভেদ খালিদ জয়, সমন্বয়কারী, আইআরভি, ০১৯১১১৩১৯৬১
৪৪. মেরিনা যুথী, সহযোগী সমন্বয়কারী, আইআরভি, ০১৯১২৫০৮২৯৯
৪৫. আজিজুর রহমান ছবি, হিসাব রক্ষক, আইআরভি, ০১৯২৫৫৪৬৬৮৫
৪৬. যুথী আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবী, আইআরভি
৪৭. বরুন কুমার মন্ডল, স্বেচ্ছাসেবী, আইআরভি
৪৮. পর্সিয়া নার্গিস, ছাত্রি, পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৪৯. শরিফ নেহাল রহমান, ছাত্র, পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৫০. ইমরান

প্রতিবেদন সহযোগী

পর্সিয়া নার্গিস
পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
শরিফ নেহাল রহমান
পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়